বঙ্গোপসাগরে নিখোঁজ ভারতীয় কোস্ট গার্ড কর্তৃক উদ্ধারকৃত ৬২ বাংলাদেশী জেলে ও ২টি ফিশিং ট্রলারকে দেশে ফিরিয়ে এনেছে নৌবাহিনী

বঙ্গোপসাগরে নিখোঁজ উদ্ধারকৃত বাংলাদেশী ৬২ জেলে ও ২টি ফিশিং ট্রলার আল্লাহর দান এবং ফরহাদ-কে ভারতের জলসীমা থেকে নিরাপদ ভাবে দেশে ফিরিয়ে এনেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ প্রত্যয় ও কপোতাক্ষ। দীর্ঘ প্রায় ২১ ঘন্টা চলার পর আজ বৃহস্পতিবার (২৫-০৮-২০১৬) বিকাল ৩ টায় উদ্ধারকৃত জেলে এবং বোট ২টিকে সুন্দরবনের হিরণ পয়েন্টের উপকুলে বাংলাদেশ কোস্টগার্ডে এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। এর আগে উদ্ধারকৃত জেলে ও বোটসমূহকে ভারতীয় সমুদ্রসীমায় সে দেশের কোস্টগার্ড জাহাজ রাজকিরণ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ প্রত্যয় এর নিকট হস্তান্তর করে। এছাড়া আরও ২টি ফিশিং ট্রলার মা গঙ্গা ও নাঈম ৪ জন জেলেসহ মেরামতের জন্য বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছে। প্রয়োজনীয় মেরামত শেষে উক্ত ট্রলার ২টিকে শীঘ্রই বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে।

বঙ্গোপসাগরে নিখোঁজ ভারতীয় কোস্ট গার্ড কর্তৃক উদ্ধারকৃত ৬২ বাংলাদেশী জেলে ও ২টি ফিশিং ট্রলারকে দেশে ফিরিয়ে এনেছে নৌবাহিনী জাহাজ প্রত্যয়

ছবিঃ আইএসপিআর

উদ্ধারকৃত ফিশিং ট্রলার 'আল্লাহর দান' এ থাকা ১৫ জন জেলের অধিকাংশের বাড়ী কক্সবাজারের কুতুবদিয়া। ট্রলারটির মালিক সিরাজ সওদাগর। এছাড়া ফিশিং ট্রলার 'ফরহাদে' থাকা ১৬ জন জেলের বেশীর ভাগ সদস্যের বাড়ী কক্সবাজার এবং লক্ষীপুর। এর মালিক কাইয়ুম সওদাগর। ট্রলার 'নাহিনে' ছিল ১৮জন জেলে। এর মালিক আলহ্বাজ সাবের কোম্পানী। ট্রলার মা গঙ্গায় ছিল ১৭ জন জেলে যার মালিক রাধে শ্যাম। বোটসমূহ গত ১৬ আগস্ট ২০১৬ যান্ত্রিক জটিলতার কারণে ঝড়ের কবলে পড়ে ভারতীয় সীমানায় ঢুকে পড়ে। পরে ভারতীয় জেলেরা তাদের উদ্ধার করে ভারতীয় কোস্টগার্ডের নিকট হস্তান্তর করে। বাংলাদেশী জেলেরা এ পর্যন্ত ভারতীয় কোস্টগার্ড ঘাঁটি ফ্রাজেরগঞ্জে অবস্থান করছিল। সেখানে জেলেদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হয় এবং বোটসমূহকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার উপযোগী করতে প্রয়োজনীয় মেরামতসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা করা হয়।

উল্লেখ্য, দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে গত বুধবার সাগরে মাছ ধরতে যাওয়া বেশ কিছু বাংলাদেশি ফিশিং ট্রলার ঝড়ের কবলে পড়ে এবং শতাধিক জেলে নিখোঁজ হয়। ঘটনার পরপরই যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান শুরু করে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ৫টি জাহাজ ও টহল বিমান, বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের জাহাজ ও হাইস্পীড বোট এবং ভারতীয়

কোস্টগার্ড জাহাজ ও টহল বিমান। বাংলাদেশ ও ভারতের সমন্বিত এই অভিযানের ফলেই ফিশিং ট্রলারসহ জেলেদের জীবিত উদ্ধার এবং নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। প্রসঙ্গত, এর আগে গত ১৩ আগস্ট বঙ্গোপসাগরে নিখোঁজ দুটি ভারতীয় ফিশিং ট্রলার ও বেশ কিছু ভারতীয় জেলেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ড যৌথ অভিযানের মাধ্যমে উদ্ধার করে। এছাড়া দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় ডুবে যাওয়া ভারতীয় মাছ ধরার ট্রলার 'মহা গৌরী'কে উদ্ধার করে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়। বাংলাদেশের নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডের সাথে ভারতীয় কোস্টগার্ডের এই তথ্য বিনিময় এবং যৌথ উদ্ধার তৎপরতা দুই দেশের আন্তরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ। দুদেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত কল্পে এ ধরণের পারস্পরিক সহযোগিতা ভবিষ্যতে আরও সুদৃঢ় হবে বলে আশা করা যায়।